দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 20 OCT 2002
পৃষ্ঠা ৬ কলাম ৪

দু'দশক যাবৎ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'এমেরিটাস অধ্যাপক' পদ প্রদান বন্ধ

সাহাবুল হক ॥ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দীর্ঘ ২০ বছর যাবৎ 'এমেরিটাস অধ্যাপক' পদ প্রদান বন্ধ রয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপকদের মধ্য থেকে অসাধারণ পান্ডিত্য প্রদর্শন এবং একাডেমিক ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান ও আন্তর্জাতিকমানের গবেষণার ওপর ভিত্তি করে সম্মানসূচক এই পদবী প্রদান করা হতো। সর্বশেষ ১৯৮২ সালে অবসরপ্রাপ্ত দুই অধ্যাপককে 'এমেরিটাস অধ্যাপক' পদবীতে ভূষিত করা হয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের জন্য এটাই সর্বোচ্চ মর্যাদাপূর্ণ পদ।

খোঁজ-খবর নিয়ে জানা যায়, ১৯৮২ সালের পর বিভিন্ন সময়ে বাংলা বিভাগের প্রয়াত অধ্যাপক ভাষাবিজ্ঞানী ডঃ আহমেদ শরীফ, পদার্থ বিজ্ঞান বিভাগের ডঃ এল এম নাথ, পুষ্টি ও খাদ্যবিজ্ঞান ইনষ্টিটিউটের অধ্যাপক কামাল উদ্দীন, ইংরেজী বিভাগের ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর নাম এমেরিটাস অধ্যাপক হিসেবে শোনা গেলেও পরবর্তীতে তা আর চূড়ান্ত হয়নি। এ সময় এমেরিটাস অধ্যাপক পদবী প্রদানের নিয়মাবলী পরিবর্তনের দাবী উঠে। দীর্ঘদিন এই অবস্থা থাকার পর ২০০০ সালের একাডেমিক কাউন্সিলের একটি সভায় এ বিষয়ে বিস্তারিত আলাপ-আলোচনা হয় এবং নীতিমালা পরিবর্তনের সিদ্ধান্ত হয়। পরে একই বছরের ২৬ জুলাই সিন্ডিকেট সভায় তৎকালীন ভিসি অধ্যাপক এ কে আজাদ চৌধুরীকে প্রধান করে নতুন করে এমেরিটাস অধ্যাপক নীতিমালা তৈরীর জন্য ৬ সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন হয়। উক্ত কমিটি প্রায় এক বছর পর অর্থাৎ ২০০১ সালের ২৯ মে সিন্ডিকেটের সাধারণ সভায় রিপোর্ট পেশ করে। রিপোর্টে একই সময়ে ৭ জনের বেশী অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষককে এমেরিটাস পদ না দেয়ার জন্য সুপারিশ করা হয়েছে। পূর্বে এমেরিটাস আজীবনের জন্য হলেও বর্তমানে মাত্র ৫ বছরের জন্য হবে। (৫ম পৃঃ ৫-এর কঃ দ্রঃ)

এমেরিটাস অধ্যাপক পদ প্রদান বন্ধ সম্পর্কে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি ডঃ এস এম এ ফায়েজ বলেন, কেন বন্ধ হয়েছে তা জানি না। তবে আমি অনুভব করি যে, যাদের এ বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং গবেষণায় অবদান রয়েছে তাদেরকে স্বীকৃতি দেয়া উচিৎ। খুব শীঘ্রই আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র শিক্ষকদের নিয়ে বসবো এবং একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছবো।

দু'দশক যাবৎ ঢাকা

(৩য় পৃঃ পর)

তবে সুযোগ-সুবিধাও আগের চেয়ে বেশী অর্থাৎ এমেরিটাস অধ্যাপক সেক্রেটারিয়াল সুবিধা ভোগ করবেন। এমেরিটাস অধ্যাপকদের কোন সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব থাকবে না, তবে পরিকল্পনা অনুযায়ী গবেষণা কর্মে ব্যাপৃত থাকবেন। এ পদের নিয়োগ পদ্ধতি হবে বিভাগ বা ইনষ্টিটিউটের একাডেমিক কমিটি থেকে নামের প্রস্তাব বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিলের নিকট জমা দিতে হবে। এরূপ প্রস্তাব ভিসি, সংশ্লিষ্ট অনুষদের ডীন, দুইজন বিশেষজ্ঞসহ মোট ৪ জনের একটি কমিটি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করবে। পরে উক্ত কমিটির ঐকমত্যের ভিত্তিতে একাডেমিক কাউন্সিল বিষয়টি বিবেচনা করবে এবং সিন্ডিকেটের নিকট সুপারিশ করবে।

সূত্র জানায়, সাবেক ভিসি অধ্যাপক আনোয়ার উল্লাহ চৌধুরীর সময়কালে সিন্ডিকেটের এক সভায় এমেরিটাস অধ্যাপক প্রদানের বিষয়টি আলোচনা হয়। আলোচনায় ইংরেজী বিভাগের ডঃ সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক আখতারুজ্জামান, সমাজ বিজ্ঞান বিভাগের ডঃ সা'দউদ্দীনের নাম আলোচিত হয়। এমেরিটাস অধ্যাপকের জন্য নতুন নিয়ম-কানুন হওয়ায় অনেক প্রবীণ এবং খ্যাতিমান শিক্ষকরাই এমেরিটাস হওয়ার আগ্রহ হারিয়েছেন। নাম প্রকাশে না শর্তে এক ডীন বলেছেন, আগে এই পদটির মর্যাদা ছিল অনেক বেশী। বর্তমানে এই পদ প্রদানের ক্ষেত্রেও রাজনীতি প্রবেশ করেছে। তাই অনেক অবরপ্রাপ্ত সিনিয়র শিক্ষকরাই মর্যাদাপূর্ণ এই পদবী নিতে আগ্রহী নন।

অনুসন্ধানে জানা যায়, ১৯৮২ সালে ফার্মেসী বিভাগের ডঃ আব্দুল জব্বার এবং রসায়ন বিভাগের ডঃ মফিজুর রহমানকে 'এমেরিটাস' পদবীতে ভূষিত করা হয়। এর পূর্বে ইসলামী শিক্ষা বিভাগের ডঃ সিরাজুল হক এবং আরবী বিভাগের ডঃ মোয়াজ্জেম হোসেনকে এমেরিটাস দেয়া হয়েছিল। ১৯৬৭ সালের ১ এপ্রিল ডঃ মুহাম্মদ শহীদুল্লাহকে এমেরিটাস প্রদান করা হয়েছিল। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে ১৯৬৭ সাল পর্যন্ত কতজন শিক্ষক এমেরিটাস পদ পেয়েছে তার কোন রেকর্ড, বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের রেকর্ড রুমে পাওয়া যায়নি।